ডিজিটাল সাংবাদিকতা

সম্পাদক
ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অরিজিৎ ঘোষ

সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ
মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৩

Digital Sanbadikata
Edited by Baidyanath Bhattacharya & Arijit Ghosh

ডিজিটাল সাংবাদিকতা
সম্পাদক:
ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ও অরিজিৎ ঘোষ

©সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ,
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল: জুন, ২০২৩

প্রকাশক:
সেন্টার ফর ল্যাংগুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ
স্কুল অব হিউম্যানিটিজ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ডিডি ২৬, সেক্টর-১,
সল্টলেক সিটি,
কলকাতা-৭০০০৬৪

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN: 978-93-82112-88-4

মুদ্রক:
ফাইকাস
এন্টালি, কলকাতা

মূল্য: ৩৫০ টাকা

সূচিপত্র

শুভেচ্ছাপত্র ৭

প্রাককথন ৯

ভূমিকা ১১

ডিজিটাল সাংবাদিকতা কী? প্রথাগত সাংবাদিকতার সঙ্গে তুলনা ১৫
ড: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

সম্পাদকের কাজে ছুটি নেই, ডিজিটালে তিনিও ২৪x৭ কর্মী ১৮
দেবারতি সিংহ চৌধুরী

ডিজিটাল যুগে অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতা ২৭
মলয় সিনহা

ডিজিটাল মিডিয়ায় বর্তমান প্রবণতা ৩৬
অরিজিৎ ঘোষ

ডিজিটাল গল্প বলা ৭৪
অরিজিৎ ঘোষ

সাংবাদিকদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ৮০
অরিজিৎ ঘোষ

সাংবাদিকদের জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন-এর নিয়মাবলী ৯৩
অরিজিৎ ঘোষ

মোবাইল সাংবাদিকতা ১০১
অনিন্দ্য সিংহ চৌধুরী

ডিজিটাল যুগে ভুয়ো খবর এবং ভুল তথ্য ১২০
জয়দীপ দাসগুপ্ত

ডিজিটাল নিউজ সাইট ১২৪
অরিজিৎ ঘোষ

ডিজিটাল মাধ্যম ও স্বাধীনতা ১২৮
ড. রীমা রায়

ডিজিটাল মাধ্যম – নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় ১৩৯
ড. পল্লব মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল বিভাজন ১৪৫
ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

সংবাদকক্ষের জন্য ডিজিটাল মেট্রিক্স কীভাবে কাজ করে? ১৪৮
অরিজিৎ ঘোষ

পরিচিতি ১৫২

শুভেচ্ছাপত্র

গণমাধ্যমের প্রভাব সমাজে দ্রুত বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে গণমাধ্যম আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছে যে আমাদের প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় তার ছায়াপাত ঘটেছে, বিশেষ করে আজকের ডিজিট্যাল যুগে। ছোট বড় সকলেই আজ ডিজিট্যাল নির্ভর। লেখা পড়া, দৈনন্দিন যোগাযোগ, ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুতেই জায়গা করে নিয়েছে ডিজিট্যাল মাধ্যম। সাংবাদিকতার পরিসরও খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। খবর জানার জন্য সংবাদপত্রের অপেক্ষা করতে হয় না, মোবাইলের পর্দায় প্রতি মুহূর্তে আছড়ে পড়ে টাটকা খবর। ডিজিট্যাল সাংবাদিকতার এতই চমক।

এই সামাজিক পরিবর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ' ডিজিট্যাল সাংবাদিকতার বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার ধারণা এই উদ্যোগ শিক্ষার্থী ও আগ্রহী পাঠকদের ডিজিট্যাল সাংবাদিকতার কিছু বুনিয়াদী বিষয় সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে সাহায্য করবে। গ্রন্থটিতে ডিজিট্যাল সাংবাদিকতার সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রাথমিক ধারণাগুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ বাংলা ভাষায় আলোচিত বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস বইটি শিক্ষার্থী মহলে আগ্রহের সঞ্চার করবে। এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। এমন একটি সময়োপযোগী প্রকাশনার জন্য মানববিদ্যা অনুষদের অন্তর্গত 'সেন্টার ফর ল্যাংগুয়েজ, ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ' অবশ্যই ধন্যবাদার্হ্য ।

চন্দন বসু

অধ্যাপক চন্দন বসু
উপাচার্য
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাককথন

বিগত দুই দশকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সারা বিশ্ব জুড়ে আন্তর্বিদ্যায়তনিক চর্চার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। গণজ্ঞাপন যেহেতু নিয়তই আন্তর্বিদ্যায়তনিক চর্চার অনেকান্তিক সম্ভাবনার ইশারা দেয়, সেহেতু এই চর্চার পরিসরে জ্ঞানতত্ত্বের নানাবিধ তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক নতুন নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়ে চলেছে অবিরত। আমরা সকলেই জানি যে তথ্যপ্রযুক্তি, তরঙ্গবিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের আধুনিক অগ্রগতি বর্তমান সমাজ ও পৃথিবীকে আমুল বদলে দিয়েছে। গণজ্ঞাপন চর্চার বৈশ্বিক পরিসরে সেই সূত্রেই একরকম 'তন্ত্র' প্রস্তুত করেছে অর্থনীতি ও সমাজের নানা মাত্রা। উন্নত দেশগুলিতে তো বটেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও মিডিয়া ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটি বিপুল প্রসারিত হয়েছে। এই প্রসরমান প্রতর্কে ডিজিটাল সন্দর্ভ, ডিজিটাইজেশন, ডিজিটাল বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভাষিক পরিসরের ডিজিটাল রূপান্তরণ আমাদের দেশ ও প্রান্তের অন্তর্গত সম্পর্কটিকে নতুন তাত্ত্বিক প্রতর্কের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার দ্বান্দ্বিক পরিসর, কেন্দ্র ও প্রান্তের টানাপোড়েন, মানবাধিকার ও বঞ্চনার বিপ্রতীপ সম্পর্ক, এমনকী জাত-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের প্রশ্নে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে রূপান্তরণ একবিংশ শতকে এক নতুন বিশ্ব পৌঁছে দিয়েছে আমাদের সেখানে ডিজিটাল আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। 'থিওরি অব জার্নালিজম' বলতে আমরা যে বিদ্যায়তনিক তাত্ত্বিক চর্চার পরিসরকে বুঝতাম তা যোগাযোগ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যে বিন্যাস-কাঠামোর ঘেরাটোপে গণজ্ঞাপন অথবা মিডিয়া বা সাংবাদিকতা পাঠের বিদ্যায়তনিক চর্চা সম্ভব হচ্ছিল তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে বিভিন্ন খাতে; সমাজবিজ্ঞান এমনকি সাহিত্যের চালু ধারণা সম্বন্ধেও উঠেছে বিস্তর প্রশ্ন। চিহ্নবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিসর থেকে মাথা তুলে যোগাযোগবিজ্ঞান হয়ে উঠেছে সেই তাত্ত্বিক পরিসরের অংশ। বাস্তব, পরাবাস্তব, অতিবাস্তবের ঘোর সমাজের বহুস্তরিক বিন্যাসকে কেমনভাবে একস্তরীয় করে তুলছে, তার আশ্চর্য সম্মোহন আমাদের কীভাবে দেশ-কাল নিরপেক্ষ ছোট/বড় – ক্ষম-অক্ষম করে তুলছে তার চর্চা আজ গণজ্ঞাপনেরও তত্ত্বপরিসর রচনা করে চলেছে।

সূচনাপর্ব থেকেই 'জার্নালিজম' একপ্রকার আন্তর্বিদ্যায়তনিক চর্চা। শুধু তাই নয় এই চর্চার পরিসরে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের একরকম সংঘর্ষ চলতে থাকে। এই দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনের জন্যই আধুনিক কালের সর্বপেক্ষা দ্রুত উঠে আসা জায়মান একটি

ডিসিপ্লিন ‘গণজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা’। ডিজিটাল সাংবাদিকতার তত্ত্বপরিসর এসবের মধ্যে আরও নতুন; অনেক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক যোগাযোগ ধারণাকে সে ধাক্কা দিয়ে এক রূপান্তরণের পথে নিয়ে গেছে। বুনিয়াদী বোঝাপড়া ছাপিয়ে সেই প্রতর্ক আরও নতুন নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়ে চলেছে। বিশ শতক জুড়ে জার্নালিজমের তাত্ত্বিক চর্চা এক-একটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। কিন্তু ‘ডিজিটাইজেশন’-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব, সংবাদ প্রবহনের চালু বোঝাপড়ার বুনিয়াদি ধারণাকে বদলে দিয়েছে। এই ক্ষেত্রটি এতই নতুন, এতই ক্রমপ্রসরমান যে এর সামগ্রিকতাকে উপলব্ধির মধ্যে আনার মত সর্বজনগ্রাহ্য তাত্ত্বিক পরিসরের সন্ধান আজও চলেছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। ফলত প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলিকে সামনে এনে ডিজিটাল সাংবাদিকতাকে বুঝতে চাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যহত থাকছে। এই দিক থেকে বলা যায়, বাংলায় ডিজিটাল সাংবাদিকতার যে বিপুল প্রসারণ সাম্প্রাতিক সমাজের অধিমানসে জোরালো প্রভাব ফেলছে তাকে চিহ্নিত করার প্রয়াস সময়োপযোগী।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ‘ভাষা, অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র’ বিদ্যায়তনিক পরিসরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে চর্চায় নিয়োজিত রয়েছে বেশ কয়েক বছর। সাম্প্রতিককালে ইউ.জি.সি. অনুমোদিত মুক্তশিক্ষাক্রমে ‘জার্নালিজম এণ্ড মাস কমিউনিকেশন’ এর স্নাতোকোত্তর প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশের মধ্যে খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুযোগ রয়েছে। এমন আন্তর্বিদ্যায়তনিক চর্চার ক্ষেত্রটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠদানের পরিকল্পনার মাধ্যমে—যা কার্যত সারা দেশে বিরল দৃষ্টান্ত। সেন্টার এই দিকটির প্রতি নজর রেখে ডিজিটাল সাংবাদিকতার খুব সাধারণ কিছু চালু ধারণা ও প্রয়োগিক দৃষ্টান্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে এমন একটি সম্পাদিত গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছে। সাংবাদিকতা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য এবং তরুণ ও উদ্যমী অধ্যাপক অরিজিৎ ঘোষের জন্য এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়ে উঠল; এজন্য তারা ধন্যবাদার্হ্য। আশা করি নবীন শিক্ষার্থী ও গবেষকদের গ্রন্থটি কাজে আসবে। তাদের মতামত ও পাঠ-প্রতিক্রিয়ার পথ ধরেই এবিষয়ে আরও চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১৫মে, ২০২৩
ডিডি২৬, সেক্টর ১, কলিকাতা

ভূমিকা

ডিজিটাল মিডিয়ার আলোচনায় একটি নতুন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। এটি হল 'public consumption preference', মানুষ কী চাইছে সেটাই মিডিয়ার চালিকাশক্তি। জঁ-লুক গদার বললেন 'আর্ট ইজ দা রিয়ালিটি অফ রিফ্লেকশন।' ডিজিটাল মিডিয়ার কাজকর্ম, পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে গেলে হামেশাই এরকম বিস্ময়কর ধারণার সম্মুখীন হতে হবে।

যা দেখছি সেটাই চূড়ান্ত বাস্তব নয়। বোধ ও চেতনা বাস্তবের রূপ পাল্টে দিতে পারে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় যা দেখছি, জানছি সেটা শেষ কথা নয়। তাই ভাইরাল হওয়া সংবাদের কথা লিখতে গিয়ে এখনও আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক জানায় আনন্দবাজার কিন্তু এই ভাইরাল সংবাদের সততা যাচাই করেনি। এ এক অদ্ভুত প্যারাডাইম, লিখছি এটা সংবাদ, কিন্তু সংবাদটি কতটা সত্য তা নিয়ে আমাদেরই সন্দেহ আছে। এটাই হল ডিজিটাল সাংবাদিকতার বিপদ। সুতরাং ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে হৈচৈ করার আগে এই সব বিপদের কথা স্মরণে রাখা ভালো।

বেতার আসার পরে সবাই ভেবেছিল সংবাদপত্রের দিন শেষ। বেতারে সব খবরই পেয়ে যাচ্ছি দ্রুত, তাই বেতার এগিয়ে আছে। কিন্তু এরপরে দেখা গেল সংবাদপত্র টিকে গেল। বেতারের পাশাপাশি দিব্যি নিজের অস্তিত্ব বহাল রেখেছিল সংবাদপত্র।

টেলিভিশন আসার পরে সংবাদপত্র একটু দুর্বল হল। যা ঘটছে তা দৃশ্য-শ্রবণে আমাদের কাছে আসছে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, এটাই টেলিভিশনের জিত। অক্ষর পড়ে, চিন্তা করে বুঝতে হয়। কিন্তু দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা, অনুভব ছড়িয়ে যায় মনে, অন্তরে। টেলিভিশন এগিয়ে যায়, মুদ্রণ পিছিয়ে পড়ে।

গণমাধ্যমের দুই প্রভাবশালী মাধ্যম সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের ক্ষমতার দোলাচলের মধ্যেই রকেট গতিতে আবির্ভূত হয় ডিজিটাল মাধ্যম। সংবাদপত্র পাঠ, টেলিভিশন দেখাকে ছাপিয়ে যায় মোবাইল। মাত্র কয়েক ইঞ্চির আয়তনের মোবাইলে যা ঘটে তার কাছে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন তুচ্ছ। আজকাল কেউ সংবাদপত্র পড়ে না, কেউ টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখে না, সবাই দেখে মোবাইল, স্মার্টফোনের জাদুতে সকলে মোহগ্রস্ত। খুলে যায় ডিজিটাল মিডিয়ার দিগন্ত, রকমারি বর্ণময় ঘটনার মিছিলের সামনে আমাদের চোখে 'বড় বিস্ময় লাগে।'

ডিজিটাল মিডিয়ার জগতে সবচেয়ে বড় পাওনা হল কনভারজেন্স। একই সঙ্গে বহু মাধ্যম একত্রিত হয়ে তৈরি করে এক নতুন আধার যা একই ভাবে যেমন ব্যাবহারিক

তেমনি সৃজনশীল। একটা ছোট মুঠোফোনের মধ্যে কনভারজেন্স সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হয়। পাওয়ার পয়েন্ট পরিবেশনাতেও কনভারজেন্স কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

কনভারজেন্সে একই ফরম্যাটে অনেকগুলো ফরম্যাট এসে মিশছে। লিখিত টেক্সট, অডিও এবং ভিডিও ইচ্ছেমতো নিয়ে আসা যায় ল্যাপটপে, মোবাইল ফোনে। এ যেন অনেক নদী এসে মিলছে এক অপূর্ব জলাশয়ে। সত্যি কনভারজেন্সের তুলনা নেই।

ডিজিটাল সাংবাদিকতার অপ্রতিহত প্রভাবে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। গণমাধ্যমের পুরনো মাধ্যমগুলি ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না নেমে এই মাধ্যমের সহযোগী হয়ে উঠলো। সংবাদপত্রগুলি ইন্টারনেট এডিশন নিয়ে হাজির হল। খবরের কাগজের সঙ্গে সঙ্গে বেতার ও টেলিভিশনও ইন্টারনেট পরিষেবার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পরিষেবায় গ্রাহকরা ইচ্ছেমতো অডিও ও ভিডিও ওয়েবসাইটে ব্যবহার করতে পারে।

ডিজিটাল সাংবাদিকতার কল্যাণে আমরা পেয়েছি বর্ণময় নানা সোশ্যাল সাইট, যেমন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি। এগুলি যতটা সোশ্যাল তার চেয়ে অনেকবেশি পার্সোনাল। আমার ভাবনা, ইচ্ছে সোশ্যাল সাইট গিয়ে সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি।

প্রথাগত মুদ্রণ সাংবাদিকদের সম্প্রচার সম্পর্কে শিখতে হচ্ছে, যাতে তারা তাদের নিজস্ব ভিডিও বা পডকাস্ট তৈরি করতে পারেন যেখানে নতুন সাংবাদিকরা এই দক্ষতাগুলি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে অর্জন করছেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্ণময় ওয়েবসাইটের মুখোমুখি হতে পারছি। গুগল, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম সব ধরণের মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই সব সমাজমাধ্যম আধুনিক জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই এগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। সাংবাদিকদের হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে এসে খোঁজাখুঁজি করতে হয়। এই বিষয় নিয়ে দুটি লেখা আছে এই বইতে।

ডিজিটাল সাংবাদিকতার পরিচয়, প্রথাগত সাংবাদিকতার সঙ্গে তুলনা, অনলাইন সাংবাদিকতা, ডিজিটাল সাংবাদিকতার কাজ কী এ সব নিয়েও আলোচনা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ডিজিটাল মিডিয়াম জগতের বর্তমান প্রবণতা। নানান বিষয় জড়িয়ে আছে এই প্রবণতার সঙ্গে। এ সব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাংবাদিকরা এখন অনলাইনে স্টোরি লেখার সময় পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কৌশলগুলি ব্যবহার করছেন। মূলত এর অর্থ হল সাংবাদিকরা এমন কীওয়ার্ডযুক্ত স্টোরি তৈরি করছেন যাতে তাদের ওয়েবসাইটটি সহজে গুগলের সার্চ ইঞ্জিনে প্রথম দিকে চলে আসছে যা তাদের পাঠকের ভিউ বাড়াতে সাহায্য করছে। এই বইয়ে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কৌশলগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার সাধ্য, এ ক্ষমতা সবার থাকে না, যার থাকে সে ডিজিটাল ধনী, যার থাকেনা সে ডিজিটাল গরিব। এই বিভাজন যদি থাকে, তাহলে সমস্যা। গরিব অন-লাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে না। সামগ্রিক অগ্রগতিতে তা হবে এক বড় অন্তরায়।

ডিজিটাল মাধ্যম গণমাধ্যম চর্চায় সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে ডিজিটাল মাধ্যম। মোবাইল ফোন ছাড়া মানুষ এখন এক মিনিটও থাকতে পারে না, তাই তো মাঝে মাঝে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক সাময়িক বন্ধ হলে পুরো বিশ্বে হৈচৈ পড়ে যায়। এটা সত্য যে একজন সাংবাদিকের কাজ এখনও স্টোরি বলা কিন্তু আধুনিক সাংবাদিককে তার থেকে অনেক বেশি কাজ করতে হয়। পাঠককে শুধু তথ্য দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার দিন শেষ। আজকাল সাংবাদিককে তার পাঠকদের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

সাংবাদিক এবং সংবাদ সংস্থাগুলিকে তাদের রচনাকে অনলাইনে প্রকাশ করার সময় চিরাচরিত ভাবনার উর্ধ্বে গিয়ে ভাবতে হচ্ছে। এখন অনলাইনে খবর বলার ক্ষেত্রে আরো ভালো উপায় এসেছে যেটা সাংবাদিকদের ব্যবহার করা উচিত। এই বইয়ে এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ডিজিটাল যুগে সবই পূর্ণিমার আলো নয়, অমাবস্যার আঁধারও আছে। ভুয়ো খবর ও ভুল তথ্য নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। ডিজিটাল সময়ে প্রেস স্বাধীনতা, এর সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ইন্টারনেট সাংবাদিকতার জগতকে বদলে দিয়েছে। আপনি রিপোর্টার, পাঠক, ফিচার, ট্যাবলয়েড সম্পর্কে ভুলে যেতে পারেন, কারণ আজকাল আমরা মূলত অনলাইন নিবন্ধ, নিউজ ফিড, টাইমলাইন, সার্চ ইঞ্জিন এবং পেজ ভিউ সম্পর্কেই বেশি আলোচনা করি। সাংবাদিকরা স্ব-প্রবর্তক হয়ে উঠেছে কারণ তাদের এখন ফেসবুক এবং টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইন্টারনেট জুড়ে তাদের সংবাদকে ছড়িয়ে দিতে হচ্ছে।। আজ, সাংবাদিকদের তাদের ইন্টারনেট পাঠকদের জন্য উপযোগী সব ধরনের বিষয়বস্তু তৈরি করতে হচ্ছে।

প্রথাগত মুদ্রণ সাংবাদিকদের আধুনিক সম্প্রচার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে, যাতে তারা তাদের নিজস্ব ভিডিও বা পডকাস্ট তৈরি করতে পারেন যেখানে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা এই দক্ষতাগুলি শিক্ষণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে অর্জন করছেন।

আরও চিত্তাকর্ষক হল সাংবাদিকরা কীভাবে তাদের স্টোরি এবং বিষয়বস্তুকে ট্র্যাক করতে পারেন। তারা দেখতে পাবেন কারা তাদের বিষয়বস্তুতে সর্বাধিক মন্তব্য করেছেন

এবং সেটিকে কতজন শেয়ার করেছেন। সংক্ষেপে, সাংবাদিকদের ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে যদি তারা 'আগামী দশকে' টিকে থাকতে চান।

বইটির প্রস্তুতিতে যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছেন, সেন্টার ফর ল্যাংগুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ। বিশেষ করে কোঅর্ডিনেটর এবং মানববিদ্যা অনুষদের অধিকর্তা অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল যা সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। উনি আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও শিক্ষকদের লেখায় বইটি সমৃদ্ধ হয়েছে বলে মনে করি। সাংবাদিকতার পাঠ নেওয়া শিক্ষানবিশ ছাত্ররাই নয়, ডিজিটাল মাধ্যম নিয়ে কৌতূহলী সব মানুষই এই বইটির ফলে উপকৃত হবেন। বইটি পড়লে পাঠকরা নিশ্চিত ডিজিটাল সাংবাদিকতা বিষয়ে একটি দিশা পাবেন। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, সফল হলাম কিনা সেটা পাঠকরাই বলতে পারবেন। সকল লেখকদের জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২৫.০৫.২০২৩

ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
অরিজিৎ ঘোষ